বাংলার ছোটগল্প

দ্বিতীয় খণ্ড

বাংলার ছোটগল্প

দ্বিতীয় খণ্ড

সম্পাদনা

ড. বিজিত ঘোষ

পুনশ্চ

BANGLAR CHHOTO GALPA [DELUXE EDITION]
Collection of Bengali Short Stories
Edited by Dr. Bijit Ghosh

First Deluxe Edition
January 2026

Price Rs. 1250/-

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি, ২০২৬

প্রচ্ছদ

ISBN 978-81-7332-292-1

দাম : ১২৫০ টাকা

পুনশ্চ, ১১৪ এন, ডা. এস. সি. ব্যানার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১০ থেকে
সন্দীপ নায়ক কর্তৃক প্রকাশিত এবং শিবানী প্রিন্টিং ১৭এ, স্যার গুরুদাস রোড,
কলকাতা - ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত ফোন - ৮৯১০২৮৩৪৪৮
Email: punaschabook@gmail.com
Web: www.punaschabooks.com

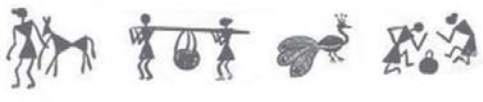

সূচিপত্র

অশোক সেন	ঋতম্ভর
উদয় রায়	রমাপদ জয়কে
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	মহাসংগম
স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য	পোস্টার
বুদ্ধদেব বসু	প্রথম ও শেষ
গজেন্দ্রকুমার মিত্র	জ্যোতিষী
লীলা মজুমদার	পাড়ার মধ্যে
আশাপূর্ণা দেবী	সীমারেখার সীমা
সোমনাথ লাহিড়ী	১৯৪৩
সঞ্জয় ভট্টাচার্য	ঢেউ
সুমথনাথ ঘোষ	অপমান
সুবোধ ঘোষ	ঠগিনী
আশালতা সিংহ	সুরের মায়া
নীহাররঞ্জন গুপ্ত	পদ্মদহের পিশাচ
হাসিরাশি দেবী	মরু-তৃষা
বিমল মিত্র	নীলনেশা
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী	বনের রাজা
কমলকুমার মজুমদার	নিম অন্নপূর্ণা
সরোজ দত্ত	বাঘের বাচ্চা
প্রতিভা বসু	প্রতিভূ
সুশীল রায়	সন্ধ্যামালতী
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	বাঈজী
সুশীল জানা	সখা
আশুতোষ দেবনাথ	মেডেল
নবেন্দু ঘোষ	শ্যামরায়ের মৃত্যু
নরেন্দ্রনাথ মিত্র	বিকল্প
শওকত ওসমান	আলোক অন্বেষা
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	মাননীয় পরীক্ষক মহাশয় সমীপেষু

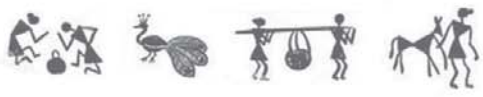

নারায়ণ বিশ্বাস	ঘাতিনী
অমিয়ভূষণ মজুমদার	পুকুরের মুক্তো
বাণী রায়	লুক্রেশিয়া
মিরজা আবদুল হাই	মেহেরজানের মা
আবু রুশ	ছেদ
অরুণ চৌধুরী	হালাল
গোলাম কুদ্দুস	লাখে না মিলয়ে এক
বুলবুল চৌধুরী	পয়মাল
সন্তোষকুমার ঘোষ	কানাকড়ি
গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য	কল্যাণী
শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	অন্ধজনে দেহ আলো
ধীরেন্দ্রলাল ধর	ছবি
শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	রামাই দারোগার কার্যকলাপ
শক্তিপদ রাজগুরু	একসূত্রে বাঁধা
শম্ভু মিত্র	অসাময়িক
হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	অনুপমা
কুমারেশ ঘোষ	সজনের ডাঁটা
রঞ্জন	নবীনা
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	ব্যক্তিত্ব
সুভাষ মুখোপাধ্যায়	বাবার ছবির খোঁজে
সোমেন চন্দ	সংকেত
সলিল চৌধুরী	ড্রেসিং টেবিল
বিমল কর	আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন
ননী ভৌমিক	সলিমের মা
সত্যজিৎ রায়	পিকুর ডায়রি
রমাপদ চৌধুরী	আমি, আমার স্বামী ও একটি নুলিয়া
চাণক্য সেন	পিতা
সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ	স্তন
চণ্ডী ঘোষ	ধ্বংসস্তূপ
ধর্মদাস মুখোপাধ্যায়	মুক্তামালা
গৌরকিশোর ঘোষ	সাগিনা মাহাতো
অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়	কঙ্কনার মা
বাণী বসু	নন্দিতা
সমরেশ বসু	ষষ্ঠ ঋতু
তৃপ্তি মিত্র	অব্যক্ত
শাহেদ আলী	আতশী

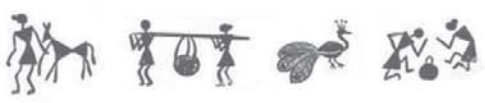

মুনির চৌধুরী	খড়ম
কানাই কুণ্ডু	এই মাটি এই দেশ
মহাশ্বেতা দেবী	ভাতুয়া
আবু ইসহাক	জোঁক
আশীষ বর্মণ	একদা যা ঘটেছিল
মিহির আচার্য	আজ কাল পরশু
মৃণাল চৌধুরী	রৌদ্রদীপ্ত
ঋত্বিক ঘটক	কমরেড
অসীম রায়	ধোঁয়া-ধুলো-নক্ষত্র
কৃষ্ণ চক্রবর্তী	পা-টা নামিয়ে বসুন
মিহির সেন	সিদ্ধবাক
সুলেখা সান্যাল	ঘেন্না
অজিত মুখোপাধ্যায়	নতুন মানুষ
সুনীল দত্ত	বনমালী হারিয়ে যায়নি
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ	ভালোবাসা ও ডাউন ট্রেন
ব্রজেন মজুমদার	গৃহবধূ স্বপ্না
বরেন গঙ্গোপাধ্যায়	বজরা
সৌরি ঘটক	অরণ্যের স্বপ্ন
শৈবাল চক্রবর্তী	দশাননের পঞ্চানন
কালিদাস রক্ষিত	অপরাজেয়
গুণময় মান্না	সাক্ষী
ইন্দ্র মিত্র	বিশদ চিঠি
অজিতেশ ভট্টাচার্য	খড়্গ
কবিতা সিংহ	একটি অশুচি মেয়ের গল্প
সুচরিত চৌধুরী	একরাত
শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়	কলতলার পাশের ঘর
চিত্ত ঘোষাল	বয়সের কথা
কার্তিক লাহিড়ী	অনাগত
নিরূপ মিত্র	বিস্মৃত ভূখণ্ড
মিহির মুখোপাধ্যায়	নীল অপরাজিতা
আলাউদ্দিন আল আজাদ	ছাতা
নিমাই ভট্টাচার্য	বিসর্জন
সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়	এখানে সকলে একপ্রকার কুশলে আছি
সন্দীপন বিশ্বাস	বড়বাবু
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়	রাখাল কড়াই
শংকর	পুরোহিত দর্পণ

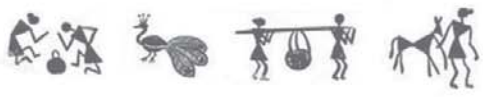

ঋতম্ভর

অশোক সেন

এবার সারাটা এপ্রিল মাস অফিসে গলদঘর্ম হতে হয়েছে নীলাঞ্জনকে। কোনোদিন রাত এগারোটার আগে বাড়ি ফিরতে পারেনি। এমনিতেই এপ্রিল মাসটা ওদের অফিসে খুব খাটুনির মাস। গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো এবার আবার পয়লা বৈশাখ একগুচ্ছ নতুন প্রোডাক্ট বাজারে ছেড়েছে কোম্পানি। মাসের প্রথম থেকে স্বয়ং ডিজিএম এখানে এসে ঘাঁটি গেড়েছিলেন।

নীলাঞ্জনের শরীর মন একটু ছুটির জন্য আকুল হয়ে উঠেছিল। তাই মে মাস আসতেই দশ দিনের ছুটির জন্য দরখাস্ত জমা দিল। বিপাশাকে বলল, 'চল, একটু ট্রেকিং, একটু বিশ্রাম মিশিয়ে দশটা দিন ফ্রেশ হয়ে আসি।'

—কোথায় যাবে?

—সন্দকফু।

—আবার সেই ঘিঞ্জি দার্জিলিং? বিপাশার উৎসাহ কমে যায়।

—না, না। দার্জিলিং শহরে উঁকিও দেব না। নিউ জলপাইগুড়ি থেকে সরাসরি বাসে মানেভঞ্জন। সেখানে একরাত। পরদিন আট কিলোমিটার ট্রেকিং করে নেপালি গ্রাম মেঘমা। সেখানেও একরাত। পরদিন গাড়িতে গৈরীবাস। তার পরদিন কালাপোখরি হয়ে বিকেভঞ্জন। বিকেভঞ্জন থেকে তিন কিলোমিটার ট্রেকিং করে সন্দকফু।

পাকা এতক্ষণ খাটের ওপরে বসে ছবি আঁকছিল। মা-বাবার কথার দিকে তার কান ছিল বলে মনে হয়নি। এখন হঠাৎ সে প্রশ্ন করল, 'সন্দকফুতে কী আছে বাবা?'

—সে অনেক কিছু। প্রথমেই আছে পাহাড়, সোনারং কাঞ্চনজঙ্ঘা। আর আছে একশো চল্লিশ রকম রডোডেনড্রন, ম্যাগনোলিয়া, ওক, বার্চ, ম্যাপেলের অরণ্য। আর অর্কিডের তো কথাই নেই। সন্দফুর সূর্যোদয় একবার দেখলে কোনোদিন ভুলতে পারবে না।

পাকা আবার ছবি আঁকায় মন দিল। যেখানেই যাওয়া হোক তার কোনো আপত্তি নেই, শুধু মা-বাবা থাকলেই হল। পাকার বয়স ছয়, ক্লাস ওয়ানের ছাত্র।

বিপাশা জানতে চাইল, 'ও হাঁটতে পারবে তো?'

—খুব পারবে। আমিও প্রথমবার ছয় বছর বয়সেই গিয়েছিলাম ছোটোকার সঙ্গে। সেবার তো ট্রেক করে কালাপোখরি থেকে ষোলো কিলোমিটার দূরে রিম্বিক গিয়েছিলাম। সেখানে পুরো দু'দিন থেকে আবার সাত কিলোমিটার হেঁটে শ্রীখোলা। উত্তরবঙ্গের ছেলে পাহাড়ি পথে এটুকু হাঁটতে না পারলে লজ্জার কথা।

পাকাকে রাত আটটাতেই খাইয়ে দেওয়া হয়। তারপর এক-দেড় ঘণ্টা ও আপনমনে খুটখাট খেলা করে, ছবি আঁকে, সাড়ে ন'টায় নিজেই শুয়ে পড়ে।

খাবার টেবিলে বসে বিপাশা জানতে চাইল, 'শুধু আমরাই যাব নাকি আরও কেউ থাকবে? আমি কিন্তু আগেই বলে রাখছি এবার আর অজয়বাবুদের সঙ্গে যাব না।'

—পাগল নাকি! ওই ঘ্যানঘ্যানে বাচ্চা সঙ্গে থাকলে বেড়ানোর অর্ধেক আনন্দই মাটি। তা ছাড়া অজয়ের বউ যা মোটা, ট্রেকিংয়ের নাম শুনলে নিজেরাই যেতে চাইবে না।

ঠিক তখনই ফোনটা বেজে উঠল। খাবার টেবিল থেকেই বিপাশা বলল, 'পাকা, দেখ তো কে?'

নীলাঞ্জন আর বিপাশার বন্ধুরা সবাই পাকার পরিচিত।

পাকা হ্যালো বলতেই ও প্রান্ত থেকে অজয় বলল, 'কী পাকাবাবু, কেমন আছ?'

—ভালো আছি। তুমি কেমন আছ?

—আমিও ভালোই আছি। বাবা কোথায়?